জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ
ঝিনাইদহ।

স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশের সাফল্য আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতিলাভ করেছে। এই সাফল্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা- এর দৃঢ় নেত্রীত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- এর ক্ষুধা, দারিদ্র্য মুক্ত, উন্নত ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ায় অগ্রনী ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের সকল বয়সী মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য কল্যাণ নিশ্চিত করতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৩ অর্জন করা অপরিহার্য। এ কারনে প্রয়োজন- মা ও শিশু মৃত্যুর হারহ্রাস, সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ হ্রাস, দরিদ্র্য জন গোষ্ঠির প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরির্য্যাতথা সকাল জনগনের জন্য সাশ্রয়ী ও গুনগত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা, পর্যাপ্ত প্রয়োজনীয় ঔষধ ও ভ্যাকসিন সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য সেবার টেকসই উন্নয়নের জন্য এসব বিষয়কে প্রধান্য দিয়ে ঝিনাইদহ জেলার স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। জেলায় সরকারী হাসপাতালের সংখ্যা- ৭টি, যথা- ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল, মা ও শিশুকল্যাণ হাসপাতাল এবং ৫টি উপজেলা হাসপাতাল। এছাড়াও সরকারী পর্যায় ঝিনাইদহ জেলায় ১টি নার্সিং ইনষ্টিটিউট, ১৩টি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং গ্রাম পর্যায়ে মানুষের দেড়গোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য ১৭৩টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু আছে। ঝিনাইদহ জেলায় বেসরকারী পর্যায় ১টি ডায়াবেটিক হাসতাল, ১টি চক্ষু হাসপাতাল ৯৬টি প্রাইভেট ক্লিনিক এবং ১১২টি ডায়াগনষ্টিক সেন্টার জনসাধারনের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়েনের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর প্রচেষ্ঠা অব্যহত আছে। চিকিৎসকসহ মাঠ পর্যায়ের জনবলের প্রচন্ড সল্পতা থাকা সত্বেও বিদ্যমান জনবলের মাধ্যমে এসডিজি গোল পূরনের জন্য সম্ভাব্য সব প্রচেষ্ঠা অব্যহত আছে। ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল ১০০ শয্যা থেকে ২৫০ শয্যায় উন্নতির কাজ চলমান। ঝিনাইদহ ২৫ শয্যা বিশিষ্ট শিশু হাসপাতালটি স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় স্বল্প পরিসরে বহিঃ বিভাগ চালু আছে।

নির্ধারিত সময়ে রূপকল্প ২০২১, টেকসই উন্নয়ণ অভীষ্ট ২০৩০ এবং রূপকল্প ২০৪১ এর স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত অভীষ্ট লক্ষমাত্রা অর্জনের জন্য ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসনসহ সিভিল সার্জন বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রনয়ন করেছে।